ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 023 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০২৩ ● কলকাতা ● ০৯ মাঘ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

২০ বছর ধরে সাংবাদিক পরিবারে সন্ত্রাস—নীরব জীবনতলা থানা

হত্যাচেষ্টা, গুলিচালনা, জমি দখল ও ভুয়া নথিতে রেকর্ড বদলের অভিযোগ | FIR না নেওয়ায় প্রশ্নে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন | দক্ষিণ ২৪ পরগণা

প্রায় দু'দশক ধরে সাংবাদিকতার কারণে পরিকল্পিত সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও সার্ক জার্নালিস্ট ফোরামের জাতীয় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার—এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ উঠে এল দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানা এলাকার হেদিয়া গ্রাম থেকে।

মৃত্যুঞ্জয় সরদার (পিতা—লালু সরদার) জানান, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত একদল সমাজবিরোধী তাঁর সংবাদ প্রকাশ থামাতে ধাপে ধাপে ভয় দেখানো থেকে শুরু করে প্রাণনাশের চেষ্টা পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ অনুযায়ী, মারধর, বাড়িঘর লুট, মাছের ভেড়িতে বিষ প্রয়োগ করে জীবিকা ধ্বংস, জোর করে জমি দখলের চেষ্টা, এমনকি ভুয়া মৃত্যু সনদ ও জাল ওয়ারিশান নথি ব্যবহার করে জমির রেকর্ড বদলের মতো গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক, অভিযোগকারীর দাবি—এই ধারাবাহিক সন্ত্রাসে তাঁর পরিবার ইতিমধ্যেই দু'কোটিরও বেশি টাকার আর্থিক ক্ষতির মুখে। বর্তমানে স্ত্রী ও নাবালিকা কন্যার উপর নিয়মিত নজরদারি ও হুমকি চলছে। রাত নামলেই আতঙ্কে দিন কাটছে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০০৭ সাল থেকে একাধিকবার তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের গণনার পর তাঁর উপর গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটে।

এই সমস্ত ঘটনার কথা বারবার লিখিত ও মৌখিকভাবে জীবনতলা থানায় জানানো হলেও আজ পর্যন্ত কোনও FIR নথিভুক্ত হয়নি বলে অভিযোগ। আইনি মহলের মতে, এটি সুপ্রিম কোর্টের ললিতা কুমারী মামলার রায় অনুযায়ী গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দেয়, যেখানে স্পষ্ট বলা আছে—গুরুতর অপরাধের অভিযোগ পেলে FIR নেওয়া বাধ্যতামূলক।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বক্তব্য, অভিযোগ জানানোর পর পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে দুষ্কৃতীদের দাপট আরও বেড়েছে। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নিষ্ক্রিয়তা না কি যোগসাজশ—এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে এলাকায়। সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে তিনি অবিলম্বে FIR, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা, পরিবারসহ নিরাপত্তা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকদের ভূমিকার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

এই ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন ও সাংবাদিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য। এখন দেখার, আইনের শাসন না কি নীরবতার সংস্কৃতি—কোনটা জিতে যায়।

পর্ব 182

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কারণ আত্মা সুখী হলে শক্তিশালী হবে। আর শক্তিশালী হলে আধ্যাত্মিক সাধনা করবে। আর আধ্যাত্মিক সাধনা করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। ক্রমশঃ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ২৩শে জানুয়ারী, ২০২৬ "সরস্বতী পূজা" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ২৪শে জানুয়ারী, ২০২৬ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না। আগামী ২৫শে জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে। সম্পাদক

ডিজি পদে মেয়াদ বাড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই, রাজীব কুমারের বিদায়ী অনুষ্ঠান লক্ষ্মীবারে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুক্রবারের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ডিজি নিয়োগ নিয়ে ইউপিএসসি-কে প্রস্তাব পাঠাতে হবে রাজ্যকে। ক্যাটের প্রস্তাব যদি মেনে নেয় রাজ্য সরকার, তবে রাজীব কুমারের নামও পাঠাতে হবে ইউপিএসসি-কে। অপেক্ষা না করে সেই রাজীবের বিদায়ী অনুষ্ঠান ঠিক করে ফেলল রাজ্য।২৩ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্য সরকারকে ডিজিপি পদের এমপ্যানেলমেন্ট সংক্রান্ত প্রস্তাব ফের ইউপিএসসি-র কাছে পাঠাতে হবে। কিন্তু তার আগে সরকারি ভাবে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমারের বিদায়ী অনুষ্ঠানের দিন ঠিক করে ফেলল রাজ্য পুলিশ। এখন দেখার, রাজ্যের পরবর্তী ডিজি হিসেবে কার হাতে দায়িত্ব বর্তায়।এখানে বলে রাখা ভাল, রাজ্যের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি-র কর্মজীবনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৩১ জানুয়ারি। অর্থাৎ মোটে ১০ দিন সময় রয়েছে তাঁর। হয়তো সে কথা ভেবেই ২৯ জানুয়ারি, লক্ষ্মীবারে তাঁর বিদায়ী অনুষ্ঠানের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার কলকাতার বডিগার্ড লাইন্সে সকাল ৯টায় রাজীবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে।

২০২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাজ্যে ডিজিপি পদের শূন্যতা তৈরি হয়। সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) প্রকাশ সিংহ বনাম কেন্দ্র মামলার নির্দেশিকা অনুযায়ী, এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারকে অন্তত তিন মাস আগে ইউপিএসসি-র কাছে প্রস্তাব পাঠাতে হয়। কিন্তু সেই নিয়ম মানা হয়নি বলেই অভিযোগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় দেড় বছর পরে, অর্থাৎ ২০২৫ সালের ১৬ জুলাই ইউপিএসসি-কে প্রস্তাব পাঠায়।

এই বিলম্ব ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। বিরোধী নেতাদের একাংশের দাবি, তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে পদে বহাল রাখার উদ্দেশ্যেই ইচ্ছাকৃতভাবে প্রস্তাব পাঠাতে দেরি করা হয়েছিল। তাপস রায়ের মতো বিরোধী নেতারা সরাসরি সেই অভিযোগ তোলেন।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের প্রস্তাব পাওয়ার পরেও ইউপিএসসি দীর্ঘ সময় কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি বলেই অভিযোগ ওঠে। অবশেষে গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর কমিশন রাজ্যের পাঠানো প্রস্তাব ফেরত পাঠায়। ইউপিএসসি জানায়, এত দীর্ঘ বিলম্বের পরে প্রস্তাব পাঠানোর ক্ষেত্রে আগে সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ছিল।

ইউপিএসসি-র এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই ট্রাইবুনালে আবেদন করেন ১৯৯০ ব্যাচের আইপিএস অফিসার (I P S Officer) রাজেশ কুমার (Rajesh Kumar)। রাজ্য সরকারের শীর্ষ প্রশাসনিক পদে থাকা এই অফিসারের আবেদনের শুনানিতে নির্দেশ দেয় দিল্লির সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল (CAT)। ক্যাটের পর্যবেক্ষণ, প্রশাসনিক গাফিলতি বা দেরির কারণে কোনও যোগ্য অফিসারের 'বিবেচনার অধিকার' কোনওভাবেই খর্ব করা যায় না।

শুনানিতে ক্যাট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কোনও পদের জন্য বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য হবে। প্রশাসনিক গাফিলতি বা দফতরগত জটিলতার অজুহাতে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার পর নিয়মের হঠাৎ বদল বা নতুন ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেওয়াও আইনসম্মত নয় বলে মন্তব্য করে ট্রাইবুনাল।

ট্রাইবুনালের পর্যবেক্ষণে আরও বলা হয়েছে, এমপ্যানেলমেন্ট একবার শুরু হলে মাঝপথে নীতি পরিবর্তন করার কোনও সুযোগ নেই। রাজ্য সরকারের দেরির দায় ইউপিএসসি-র নয়—এ কথাও মেনে নিয়েছে ট্রাইবুনাল। তবে সেই বিলম্বের খেসারত কোনও ভাবেই অফিসারদের দিতে বাধ্য করা যাবে না বলে স্পষ্ট করেছে আদালত। এ ছাড়া, আদালত অবমাননার সম্ভাবনার যে যুক্তি ইউপিএসসি তুলে ধরেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয় বলেও জানিয়েছে ট্রাইবুনাল।

পিছিয়ে যেতে পারে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন, কেন এমন সিদ্ধান্তের পথে কমিশন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগেও পিছিয়েছে। এবার ফের পিছোতে পারে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন। প্রথমে ৯ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন থাকলেও তা পিছিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি হয়ে যায়। এবার জানা যাচ্ছে সেই তারিখও আরও ১০ দিন পিছিয়ে যেতে পারে। এদিন রাতেই এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারে নির্বাচন কমিশন।পঞ্চায়েত ভবন, ব্লক অফিস, ওয়ার্ড অফিসে টাঙানো হবে তালিকা। তালিকায় নাম থাকা যে ব্যক্তিরা আপত্তি জানাতে চান তাঁরা ওই তারিখের পর আগামী ১০ দিনের মধ্যে নিজেরা বা অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে ১০ দিনের মধ্যে নথি সহকারে আপত্তি জানাতে পারবেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তথ্যগত অসঙ্গতি ও আনম্যাপড ভোটারদের তালিকা ২৪ তারিখ যখন প্রকাশ হচ্ছে তারপরে আপত্তি শুনানির জন্য বেশ কিছুটা সময় লাগবে। সব মিলিয়ে গোটা প্রক্রিয়া মিটতে মিটতে ৭ তারিখের সময়সীমা পার হয়ে যেতে পারে। ফলে তার ছাপ পড়বে ১৪ তারিখেই। তাই কোনওভাবেই ওইদিন চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।খবর সূত্রের। ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি শেষ করা যাবে না, মনে করছে কমিশন। সে জন্যই শুনানি প্রক্রিয়ার সময় বাড়ানো হতে পারে। এদিকে তথ্যগত অসঙ্গতি ও আনম্যাপড ভোটারদের তালিকা শনিবার প্রকাশ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন।

আদালতের আগেই নির্দেশ ছিল তথ্যগত অসঙ্গতির তালিকা সামনে আনতে হবে কমিশনকে। এবার সেই নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে মানার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কমিশন। সূত্রের খবর, বাংলায় আনম্যাপড ভোটারের সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪২৬। তথ্যগত অসঙ্গতি রয়েছে ৯৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৩২ জনের।

১০ কোটি খরচে 'বইতীর্থ', বইমেলায় ৯ বইপ্রকাশ করে ঘোষণা মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার প্রথা মেনে ৪৯ বার ঘণ্টা বাজিয়ে মেলার সূচনা করেন তিনি। উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আগামী বছর বইমেলার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে তৈরি করা হবে স্থায়ী 'বইতীর্থ'।উদ্বোধনী বক্তৃতায় রাজনৈতিক বার্তাও দেন মুখ্যমন্ত্রী। এজেন্সি থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উঠে আসে তাঁর গলায়। তবে বইমেলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "বইমেলা কেবল কেনাবেচার জায়গা নয়, এটি জ্ঞান ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন।" ছোট প্রকাশকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে মেলায় আসা পাঠকদের স্বাগত জানান তিনি।

এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানান তিনি। গিল্ড কর্তৃপক্ষকে দ্রুত আবেদন করার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগামী বছর ৫০তম বর্ষে বই প্রাঙ্গনের সাথেই আমি বইতীর্থ দেখতে চাই।"

প্রতি বছরের মতো এবারও বইমেলায় নজর কেড়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী। এদিন মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের লেখা ৬টি বইয়ের উদ্বোধন করেন। পরে আরও ৩টি বই প্রকাশিত হবে। উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে- 'SIR ছাব্বিশে ছাব্বিশ', 'আমার রেলবেলা', 'বাংলার প্রকৃতি মা', 'আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান', 'কথা ভাণ্ডার' (প্রথম পর্ব) এবং 'পুণ্যভূমির বাংলা'। প্রসঙ্গত, 'SIR' ইস্যুতে নিজের সৃষ্টিশীল প্রতিবাদের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হেলিকপ্টারে যাতায়াতের পথে মাত্র দু-তিন দিনেই তিনি ২৬টি কবিতা লিখেছেন, যা বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এর ফলে তাঁর লেখা মোট বইয়ের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৬২।

মাটির নীচে গুচ্ছ গুচ্ছ ভোটার কার্ড! কী বলছে প্রশাসন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে যখন রাজ্যজুড়ে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক, ঠিক সেই সময়েই হুগলির চণ্ডীতলায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা। চণ্ডীতলা-২ ব্লকের বিডিও অফিসের সামনে মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল গুচ্ছ গুচ্ছ ভোটার কার্ড।যদিও প্রশাসনের এই যুক্তি মানতে নারাজ বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, এসআইআর চলাকালীন এমন ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ বাড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে চণ্ডীতলার মাটি খুঁড়ে ভোটার কার্ড উদ্ধারের ঘটনায় নতুন করে বিতর্কের আগুনে ঘি পড়ল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। হঠাৎ এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কাদের কার্ড, কেনই বা তা মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল?

খবর ছড়াতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। এসআইআর চলাকালীন এমন ঘটনার জেরে ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা নিয়েও নতুন করে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। তবে এই বিতর্কে অন্য যুক্তি দিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

বিডিও অফিস সূত্রে দাবি করা

এরপর ৪ পাতায়

সরস্বতী পুজোয় যাদবপুরে কড়া নিরাপত্তার নির্দেশ হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও সরস্বতী পুজোর আয়োজন হবে। সেই উপলক্ষে ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে, এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এবিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়।এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এছাড়া গত বছর ১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার সম্মেলনকে কেন্দ্র করে অশান্তি ছড়ায়। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে বিক্ষোভ, গাড়ি আটকে দেওয়ার চেষ্টা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় দুই পড়ুয়া গুরুতর জখম হন। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে হওয়া সেই বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা ক্যাম্পাস। এই সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই সরস্বতী পুজোর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কড়া নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট

এমনকি প্রয়োজন হলে স্থানীয় থানার সহযোগিতাও কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে বলে নির্দেশ হাইকোর্টের। পাশাপাশি এ বিষয়ে কোনও প্রকার অবহেলা বরদাস্ত

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

বন্দে মাতরম-এর সার্ধশতবর্ষ উদযাপন

ভারত দেশ জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সম্মেলক সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সামরিক ব্যান্ড পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় স্তোত্র 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর উদযাপন করছে। এই উদযাপনের লক্ষ্য জাতীয় গরিমা এবং একতা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা।

এই উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ৩১ জন যন্ত্রশিল্পী সমন্বিত ভারতীয় বায়ু সেনা ব্যান্ড ২১ জানুয়ারি, ২৬-এ নতুন দিল্লির রাজীব চকে অ্যাম্ফিথিয়েটারে অনুষ্ঠান করে। ৪৫ মিনিটের অনুষ্ঠানে ছিল ব্রাস, রিড, স্ট্রিং এবং ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র। সব মিলিয়ে ১১টি সুরে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে শ্রোতাদের। ওই অনুষ্ঠানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশটি হল 'বন্দে মাতরম' এবং 'সিন্দুর' গানের মাধ্যমে অপারেশন সিঁদুরের সময়ে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানকে স্মরণ করা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল রত্ন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে সঙ্গীত। একইসঙ্গে ভারতের সমৃদ্ধ সামরিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এটি, যা একতার প্রসার ঘটায় এবং সাহসিকতাকে জাগিয়ে তোলে। ১৯৪৪-এ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতীয় বায়ুসেনা ব্যান্ড তার ভারতীয় এবং পশ্চিমী সঙ্গীতের মিশেলে বৈচিত্র্যময় পরিবেশনের মাধ্যমে দেশের সামরিক ঐতিহ্যের একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ভারতীয় বায়ুসেনা ব্যান্ডের লক্ষ্য তার মনোমুগ্ধকর পরিবেশনের মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং একতার আদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়া।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একত্রিশতম পর্ব)

লোকাচার অনুসারে ছাত্রছাত্রীরা পূজার আগ পর্যন্ত কুল খেতে পারে না। দেবীকে নতুন বছরের কুল দিয়ে তবেই কুল খায় ছাত্রছাত্রীরা। পূজার আগের দিন সংযম পালন অর্থাৎ সংযমের দিন মাছ-মাংস পরিহার করে নিরামিষ খাওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে সব মিলে এসব আচার-অনুষ্ঠানেও রয়েছে আনন্দ।পূজার দিন লেখাপড়া একেবারেই নিষেধ থাকে।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

মাটির নীচে গুচ্ছ গুচ্ছ ভোটার কার্ড! কী বলছে প্রশাসন?

হয়েছে, উদ্ধার হওয়া সব ভোটার কার্ডই বাতিল। যাঁরা মারা গিয়েছেন বা যাঁদের ডিজিটাল ভোটার কার্ড হয়ে গিয়েছে, তাঁদের পুরনো এপিক কার্ড বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেই সব কার্ডই মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছিল বলে দাবি প্রশাসনের।

চন্ডীতলা-২ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ প্রবীণ ঘোষের বক্তব্য, "বিডিও অফিসের পিছনের দিকে যে ইপিক কার্ডগুলো পাওয়া গিয়েছে, সবই বাতিল কার্ড। যাঁদের ডিজিটাল কার্ড হয়ে গিয়েছে, তাঁরা জমা দিয়ে গিয়েছেন। আবার যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের কার্ডও জমা পড়েছিল। সেগুলো আমরা মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলাম। জায়গাটা অসমান ছিল। এখন এসআইআর-এর শুনানি চলছে, তাই কার্ডগুলো উপরে উঠে এসেছে।"

তাঁর আরও দাবি, "এই ঘটনায় কোনও অনিয়ম বা সমস্যা নেই। এতে কারও কোনও অসুবিধা হবে না।"

তবে প্রশ্ন উঠেছে, বাতিল ভোটার কার্ড পুড়িয়ে ফেলা হল না কেন? এই প্রসঙ্গে প্রবীণ ঘোষের ব্যাখ্যা, "কার্ডে অশোক স্তম্ভ রয়েছে। তাই ওই কার্ড পোড়ানো যায় না। সেই কারণেই পুঁতে রাখা হয়েছিল।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাঁহার দক্ষিণ পদ প্রসারিত এবং বাম পদ সঙ্কুচিত, কবন্ধ হইতে নিঃসৃত একটি অসৃক্ ধারা তাঁহার কর্তিত মুখে প্রবেশ করে।অপর দুইটি রক্তধারা দুই পার্শ্বে অবস্থিত দুইটি যোগিনীর মুখে প্রবেশ করে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

যৌথ বিবৃতি: সংযুক্ত আরব আমিশাহীর রাষ্ট্রপতি শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের ভারত সফর

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬

(শেষ পর্ব)

দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং পড়ুয়া বিনিময়ের পরিধি আরও প্রসারিত করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। এর মধ্যে স্কুল-কলেজে উদ্ভাবন ও টিঙ্কারিং ল্যাবের সম্প্রসারণে সহযোগিতাও রয়েছে। ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দেওয়া ডিগ্রি যাতে সহজে যাচাই করা যায়, সেজন্য সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে ভারতের ডিজিলকার'কে সংযুক্ত করার বোঝাপড়াকে স্বাগত জানিয়েছেন দুই নেতা।

তাঁরা একে-অপরের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৌশলগত স্বায়ত্ব শাসনের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতাকে সার্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের এক প্রধান ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করে তাঁরা দু'দেশের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধান ও কমান্ডারদের একে-অপরের দেশে যাওয়া ও যৌথ সামরিক মহড়ার আয়োজনকে স্বাগত জানিয়েছেন। কৌশলগত প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে 'লেটার অফ ইনটেন্ট স্বাক্ষর'কে স্বাগত জানিয়েছেন তাঁরা।

দুই নেতা সীমান্ত পারের সন্ত্রাস সহ সবধরনের সন্ত্রাসবাদের দ্ব্যর্থহীন নিন্দা করে বলেছেন, যারা সন্ত্রাস চালায়, এর ছক কষে, এতে সহযোগিতা করে এবং আর্থিক মদত যোগায়, তাদের আশ্রয় দেওয়া কোনও দেশেরই উচিত নয়। সন্ত্রাসবাদীদের অর্থের যোগান বন্ধ করতে তাঁরা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের কাঠামোর মধ্যে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে সহমত হয়েছেন। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ভারত – মধ্যপ্রাচ্য – ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডরের যে সূচনা হয়েছিল, দুই নেতা তা স্মরণ করেন।

দুই নেতা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সুস্থিতি রক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করেন তাঁরা। বিভিন্ন বহুপাক্ষিক মঞ্চে দুই দেশের মধ্যে চমৎকার সহযোগিতা ও পারস্পরিক সমর্থনের উল্লেখের পাশাপাশি ২০২৬ সালে ব্রিকস্ - এ ভারতের সভাপতিত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এর সাফল্য কামনা করে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। ২০২৬ সালের শেষের দিকে রাষ্ট্রসংঘের জল সংক্রান্ত সম্মেলনের সহ-আয়োজক দেশ হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রতি সমর্থন জানায় ভারত।

দুই দেশ মেরু বিজ্ঞানে সহযোগিতা তুলে ধরে যৌথ অভিযান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ইতিবাচক ফলাফলের উল্লেখ করে। বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ, সুসমন্বিত গবেষণা পরিকল্পনা এবং জাতীয় মেরু গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা জোরদার করার মাধ্যমে এই অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা সহমত হয়।

ভারতে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও চমৎকার আতিথেয়তার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর রাষ্ট্রপতি শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানান।

পিএমজিএসওয়াই – এর চতুর্থ পর্যায়ে জম্মু ও কাশ্মীর, ছত্তিশগড়, উত্তরাখন্ড, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ এবং সিকিমের জন্য ১০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি সড়ক প্রকল্পের অনুমোদন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার চতুর্থ পর্যায়ে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করা গেছে। জম্মু ও কাশ্মীর, ছত্তিশগড়, উত্তরাখন্ড, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ এবং সিকিমের মতো রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য ১০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি সড়ক প্রকল্পের অনুমোদন করা হয়েছে। বিকশিত ভারত – এর লক্ষ্যে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের দায়বদ্ধতা এতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। দুর্গম পাহাড় থেকে শুরু করে গ্রামীণ ক্ষেত্র পর্যন্ত এইসব রাস্তাগুলিতে কেবলমাত্র পরিকাঠামো সম্প্রসারণই নয়, উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশ এবং সম্ভাবনার বহুবিধ সুযোগ প্রসারিত হবে। এইসব সড়ক নির্মিত হলে প্রায় ৩,২৭০টি বিচ্ছিন্ন জনবসতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, উন্নত জীবনযাপনের তথাকথিত ব্যবধান দূর করে এইসব রাস্তা গ্রামীণ জীবনযাত্রায়

এরপর ৬ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

প্রধানমন্ত্রী ২৩ জানুয়ারি কেরালা সফর করবেন

নতুন দিল্লি, ২২ জানুয়ারি, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৩ জানুয়ারি ২০২৬-এ কেরালা সফর করবেন। সকাল ১০-৪৫ নাগাদ প্রধানমন্ত্রী তিরুবনন্তপুরমে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন এবং সূচনা করবেন। এই উপলক্ষে সমাবেশে ভাষণও দেবেন তিনি।

প্রকল্পগুলি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সম্পর্কিত, যার মধ্যে আছে রেল যোগাযোগ, নগর জীবিকা, বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবন, নাগরিক কেন্দ্রিক পরিষেবা এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা। এগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং নাগরিক জীবনের গুণমান বৃদ্ধির ওপর প্রধানমন্ত্রীর লাগাতার নজর দেওয়ার প্রতিফলন।

রেল যোগাযোগে বড় অগ্রগতি ঘটাতে প্রধানমন্ত্রী ৪টি নতুন ট্রেন পরিষেবার সূচনা করবেন। এরমধ্যে ৩টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন এবং একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। এরমধ্যে আছে নাগেরকয়েল-মেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, তিরুবনন্তপুরম-তাম্বারম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, তিরুবনন্তপুরম- চারলাপল্লি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং ত্রিসুর ও গুরুভায়ুরের মধ্যে একটি নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেন। এই পরিষেবাগুলির সূচনা হলে দূরপাল্লা এবং কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে আঞ্চলিক যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এরফলে, যাত্রীদের জন্য ভ্রমণ হবে সুলভ, সুরক্ষিত এবং সময় মাফিক। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যটন, বাণিজ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বিনিময়ে জোরালো গতি দেবে।

নগর জীবিকা অর্জনকে জোরালো করার প্রয়াসের অঙ্গ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী পিএম স্বনিধি ক্রেডিট কার্ডের সূচনা করলেন, যা স্ট্রিট ভেন্ডরদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তির নবপর্যায়। ইউপিআইযুক্ত, সুদমুক্ত ঋণ ব্যবস্থায় হাতে হাতে নগদ মিলবে, ডিজিটাল লেনদেনের প্রসার ঘটবে। উপভোক্তারা আনুষ্ঠানিক ঋণ ইতিহাস গড়ে তোলার সুযোগে পাবেন। প্রধানমন্ত্রী ১ লক্ষ সুবিধাপ্রাপককে পিএম স্বনিধি ঋণও দেবেন। এদের মধ্যে আছেন কেরালার স্ট্রিট ভেন্ডররাও। ২০২০-তে সূচনার পর থেকে পিএম স্বনিধি কর্মসূচি বিপুল সংখ্যক সুবিধাপ্রাপককে প্রথমবারের মতো অনুমোদিত ঋণের সুযোগ দিয়েছে এবং এটি দারিদ্র দূরীকরণ ও শহরের অসংগঠিত কর্মীদের মধ্যে জীবিকার নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবন ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী তিরুবনন্তপুরমে সিএসআইআর- এনআইআইএসটি ইনোভেশন টেকনোলজি অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ হাবের শিলান্যাস করবেন। এই হাব নজর দেবে জীবন বিজ্ঞান এবং জৈব অর্থনীতিতে। চিরাচরিত জ্ঞান ব্যবস্থা যেমন আয়ুর্বেদের সঙ্গে আধুনিক জৈব প্রযুক্তির সংহতি ঘটাবে। সুস্থায়ী প্যাকেজিং এবং গ্রিণ হাইড্রোজেনে উৎসাহ দেবে এবং স্টার্ট আপ তৈরি, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার ঘটাবে। গবেষণাকে বাজারের উপযুক্ত করে তোলা এবং সংস্থা তৈরি করার জন্য এটি একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে।

এই সফরে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাতের বিষয় হল স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামোকে মজবুত করা। প্রধানমন্ত্রী তিরুবনন্তপুরমে শ্রী চিত্রা তিরুনাল ইনস্টিটিউট ফর মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজিতে একটি অত্যাধুনিক রেডিও সার্জারি সেন্টারের শিলান্যাস করবেন। জটিল মস্তিষ্কের চিকিৎসায় যথাসম্ভব নিখুঁত স্বল্প অস্ত্রোপচারে সাহায্য করবে এই কেন্দ্র। এই অঞ্চলে অত্যন্ত অসুস্থের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

প্রধানমন্ত্রী তিরুবনন্তপুরমে নতুন পুজাপ্পুরা প্রধান ডাকঘরেরও উদ্বোধন করবেন। এই আধুনিক প্রযুক্তিচালিত ডাকঘর একাধিক বিষয়ে ডাক, ব্যাঙ্কিং, বীমা এবং ডিজিটাল পরিষেবার সুযোগ দেবে। নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা জোরদার হবে এরফলে।

(৩ পাতার পর)

সরস্বতী পুজোয় যাদবপুরে কড়া নিরাপত্তার নির্দেশ হাইকোর্টের

করা হবে না বলে ইঙ্গিত দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এর আগে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর ক্যাম্পাসে সিসিটিভি বসানোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিল। বৃহস্পতিবার আদালতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, সিসিটিভি বসানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং দ্রুত তা সম্পন্ন করা হবে। ওয়েবেল চার সপ্তাহের মধ্যেই এই কাজ শেষ করবে বলেও জানানো হয়।

এদিন শুনানিতে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তাই পুলিশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। আদালত সেই যুক্তি গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

উল্লেখ্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেসে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার পর ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেই ঘটনার পর আইনজীবী সোহম দাস কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। এছাড়াও গত বছরের সেপ্টেম্বরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুর থেকে তৃতীয় বর্ষের ইংরেজি অনার্সের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, এটি আত্মহত্যা নয়, খুন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে যাদবপুর থানায় মামলা দায়ের হয়।

(৫ পাতার পর)

পিএমজিএসওয়াই – এর চতুর্থ পর্যায়ে জম্মু ও কাশ্মীর, ছত্তিশগড়, উত্তরাখন্ড, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ এবং সিকিমের জন্য ১০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি সড়ক প্রকল্পের অনুমোদন কেন্দ্রের

ব্যাপক রূপান্তর ঘটাবে এবং উন্নত ভারতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার চতুর্থ পর্যায়ে ২০১১'র জনগণনা অনুযায়ী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং পাহাড়ি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, জনজাতি তপশিলি – ৫ এর অধীনস্ত এলাকা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাসমূহ এবং ১০০-রও বেশি উগ্র বাম অধ্যুষিত এলাকার ৫০০-রও বেশি জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল, ২৫০-এরও বেশি সমতল যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হবে।

এইসব প্রকল্পে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় সমস্ত মরসুমের উপযোগী ৬২ হাজার ৫০০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে গতকাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবর্ষ পর্যন্ত পিএমজিএসওয়াই চতুর্থ পর্যায়ের এই প্রকল্প রূপায়ণে মোট অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ৭০ হাজার ১২৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪৯,০৮৭.৫০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় প্রকল্প মারফৎ, বাকি ২১,০৩৭.৫০ কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে দিতে হবে।

সিনেমার খবর

যেভাবে বদলে গেছে আনুশকার জীবন, বলিউডে আর ফিরবেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এক সময় হিন্দি সিনেমার নিয়মিত মুখ ছিলেন আনুশকা শর্মা। তবে এখন আর খুব একটা রুপালি পর্দায় দেখা যায় না তাকে। ক্যারিয়ারে 'রব নে বানা দি জোড়ি', 'সুলতান', 'পিকে', 'ব্যান্ড বাজা বারাত'সহ উল্লেখ্য জনপ্রিয় সিনেমায় অভিনয় করেছেন।

তবে ক্রিকেটার বিরাট কোহলির সঙ্গে গাঁটছাড়া বাধার পর থেকেই ধীরে ধীরে অভিনয় থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেন এ অভিনেত্রী। বিশেষ করে তাদের সংসারে মেয়ে ভামিকার জন্মের পর থেকেই বলিউডে যেন অমাবস্যার চাঁদে পরিণত হন তিনি।

বর্তমানে এই দম্পতি দুই সন্তানের বাবা-মা। দুই সন্তান ভামিকা ও অকায়কে কেন্দ্র করেই এখন বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মার দিন কাটছে। আসছে ফেব্রুয়ারিতে ছোট ছেলে অকায়ও দুই বছর পূর্ণ করবে। আর মেয়ে ভামিকা সদ্যই পাঁচ বছরে পা রেখেছে। এই মুহূর্তে নিজের সন্তান ও সংসার নিয়ে আনুশকা এতটাই ডুবে আছেন যে, অভিনয় জগতে ফেরার চেয়ে মা হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালনই তার কাছে এখন যেন পরম পাওয়া।

তাই ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিক 'চাকদহ এক্সপ্রেস' দিয়ে বলিউডে অভিনেত্রীর দাপুটে প্রত্যাবর্তনের বড় সম্ভাবনা থাকলেও আপাতত এই আলো-ঝলমলে দুনিয়ায় তিনি সত্যিই ফিরবেন কিনা সেটা অনিশ্চয়তায় পড়ে গেছে। আর এর সবচেয়ে বড় কারণ, জীবনে পরিস্থিতির বাস্তবতার সঙ্গে নতুন গন্তব্য খুঁজে পাওয়া।

সম্প্রতি মেয়ে ভামিকার জন্মদিনে ইনস্টাগ্রামে এক আবেগঘন বার্তায় আনুশকা লিখেছেন, 'মাতৃত্ব-সুখেই জীবন বদলেছে। আর আমি আমার এমন কোনো ভূমিকা কিংবা অবতারে ফিরে যেতে চাই না, যা আমার সন্তানকে চেনে না।' অভিনেত্রীর এই ক্যাপশন থেকেই স্পষ্ট, তার কাছে মাতৃত্বের থেকে আর কোনো গুরুদায়িত্ব এই মুহূর্তে নেই এবং সেটিই তিনি উপভোগ করতে চান।

২৩ বছরেই কৃতিকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মা গীতা শ্যানন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যাননের ছোট বোন নূপুর শ্যানন। এ নিয়ে এতদিন বেশ সরগরম ছিল বলিপাড়া। শনিবার (১০ জানুয়ারি) ভারতের উদয়পুরে খ্রিস্টান মতে গায়ক স্টেবিন বেনকে বিয়ে করেন নূপুর।

বোনের বিয়ের আয়োজন নিয়ে এতদিন বেশ ব্যতিব্যস্ত সময় পার করেছেন কৃতি। যদিও বড় বোন হলেও এখনো বিয়ের কোনো খবর নেই অভিনেত্রীর। তবে ছোট বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে এবার নতুন করে কৃতি শ্যাননের মায়ের একটি বক্তব্য নতুন করে সামনে আসছে।

এর আগে কৃতি শ্যাননের মা গীতা শ্যানন এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তার ইচ্ছে কৃতি ২৩-২৪ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে করুক। তিনি বলেন, 'আমি ওকে বলতাম, ২৩-এর মধ্যে বিয়ে করা উচিত। আমি একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছি, তাই মনে করতাম এই বয়সটাই সঠিক। ছোট মেয়ে নূপুরের জন্মের সময় আমার বয়স ৩০ হয়েছিল, তাই ভাবতাম ২৩-২৪ বছর বয়সই সঠিক।'

তবে মায়ের সে ইচ্ছে পূরণ করেননি ৩৫ বছর বয়সী এই বলিউড তারকা। এখনো বিয়ে নিয়ে কোনো পরিকল্পনার কথা জানাননি 'ককটেল ২' সিনেমার এই নায়িকা। যদিও গুঞ্জন আছে, বর্তমানে তিনি ধনাঢ্য ব্যবসায়ী কবীর বহিয়ারের সঙ্গে প্রেম করছেন। তবে বিষয়টি নিয়ে এখনো মুখ খোলেননি তিনি।

হাকিমির খেলা দেখতে মরক্কো উড়ে গেলেন নোরা, প্রেমের গুঞ্জন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মরক্কোর ফুটবলার আশরাফ হাকিমি ও বলিউড অভিনেত্রী নোরা ফাতেহির প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। যদিও দুজনের কেউই বিষয়টি নিশ্চিত করেননি, তবে বলিউডের একটি সূত্র এ গুঞ্জনকে আরও উসকে দিয়েছে।

কিছুদিন আগেই মরক্কো বেড়াতে গিয়েছিলেন নোরা। সেখানে আফ্রিকান কাপ অব নেশন (আফকন) ফুটবল ম্যাচ দেখতে যান বলিউডকন্যা। তারপর থেকেই ফুটবলজগতের এই নামী তারকার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে নাম জড়িয়েছে তার।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ভিডিওতে দেখা যায়, আশরাফ হাকিমির খেলা দেখে গ্যালারি থেকে ক্রমাগত উৎসাহ দিচ্ছিলেন নোরা। এ সময় নোরার উচ্ছ্বাস নজর এড়ায়নি তার অনুরাগীদের। তারপরেই জল্পনা-কল্পনার শুরু। নেটিজেনদের অনুমান, আশরাফের সঙ্গে ইতোমধ্যেই সম্পর্কে জড়িয়েছেন নোরা। তাই মরক্কো উড়ে গিয়েছিলেন তিনি।

বলিউডপাড়ার এক ঘনিষ্ঠ সূত্র ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, নোরা মরক্কোয় ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাওয়ায় সকলেরই চোখ কপালে উঠেছে। আগেই শোনা যাচ্ছিল, এক ফুটবলারের সঙ্গে তিনি প্রেম করছেন। সেই জল্পনাই এবার আরও ঘনীভূত হলো। অনুমান, মরক্কোর ফুটবলার আশরাফ হাকিমির সঙ্গেই প্রেম করছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে বিশ্বসেরা পাঁচ ফুটবলারের একজন ধরা হয় আশরাফ হাকিমিকে। অন্যদিকে, নোরাও তার কাজের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। আগামীতে অভিনেত্রীকে 'কাঞ্চনা ৪' ছবিতে দেখা যাবে।

ঝড়ো ব্যাটিংয়ে কিউয়ি-নিধন, পাশাপাশি রাসেল-ম্যাক্সওয়েলদেরও ছাপিয়ে গেলেন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নাগপুরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে ৮৪—স্কোরকার্ডে চোখ রাখলে এটুকুই ধরা পড়ে। কিন্তু ওই ইনিংসের আড়ালে লুকিয়ে বড় গল্প। যা অভিষেক শর্মাকে এনে দাঁড় করাল টি-২০ রেকর্ডবুকের একেবারে সামনের সারিতে। টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ওপেনার হাসিল করলেন টি-২০ ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বল খেলে ৫ হাজার রান হাঁকানোর নজির।

পরিসংখ্যানের আড়ালে আসল কাহিনি

অভিষেকের ৫ হাজার রান এসেছে মাত্র ২৮৯৮ বলে। এই পরিসংখ্যানটাই গোটা ছবিটা বদলে দেয়। এতদিন এই তালিকার শীর্ষে ছিলেন আন্দ্রে রাসেল, যিনি সমসংখ্যক রান তোলেন ২৯৪২ বলে। অভিষেক তাঁকে টপকে গেলেন। লিস্টে পরের নামগুলো—টিম ডেভিড, উইল জ্যাকস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল—সবাই এই মাইলফলকে পৌঁছেছেন ৩১০০–৩২০০ বলের গণ্ডি পেরিয়ে।

এই জায়গাটাই গুরুত্বপূর্ণ। ইনিংসের হিসেবে নয়, বলের হিসেবে এই রেকর্ড দেখা হলে বোঝা যায় ব্যাটারের আসল টেম্পো। নট আউট, ব্যাটিং পজিশন বা ছোট রান তাড়া—এ জাতীয় 'শোরগোল' বাদ দিলে পড়ে থাকে একটাই প্রশ্ন: সুযোগ পেলে কত দ্রুত রান তুলতে পারছেন একজন ব্যাটসম্যান? সেই পরীক্ষাতে অভিষেক এখন সবার আগে।

ওপেনার হয়েও ফিনিশারের গতি

২৮৯৮ বলে ৫ হাজার রান মানে গড় স্ট্রাইক রেট প্রায় ১৭২। এটা শুধু কোনও এক-দুটো ইনিংসের ঝলক নয়, একটা দীর্ঘ সময় ধরে বজায় রাখা ছন্দ। রাসেলের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ১৭০। কিন্তু ম্যাক্সওয়েল বা অন্যদের তুলনায় অভিষেক এখানেই আলাদা হয়ে যাচ্ছেন।

আরও একটা দিক, অভিষেক একজন ওপেনার। অর্থাৎ, পাওয়ারপ্লেতেই আক্রমণ শুরু। ম্যাচে ঢোকার জন্য তিনি সময় নেন না। প্রথম তিন-চার ওভারেই খেলার মানসিক ভার বোলারদের কাঁধে তুলে দেন। ফলে অধিনায়কদের খুব তাড়াতাড়ি রক্ষণাত্মক ফিল্ড বসাতে হয়, পরিকল্পনা ভেঙে যায়। উইকেট নেওয়ার চেষ্টা আর বাউন্ডারি বাঁচানোর দ্বন্দ্বে পড়ে যায় বোলাররা।

ভারতের টি-২০ কাঠামোয় কেন গুরুত্বপূর্ণ?

টিম ইন্ডিয়ার টি-২০ ভাবনায় এই রেকর্ডের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। একজন ওপেনার যদি ফিনিশারের গতিতে রান তোলে, তাহলে পুরো ইনিংসটাই ছোট হয়ে আসে। মিডল অর্ডার কম ঝুঁকি নিতে পারে, শেষ দিকে ব্যাটিং গভীরতা রাখা সহজ হয়। বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে, যেখানে দু'ওভারের মোমেন্টামেই ম্যাচ ঘুরে যেতে পারে, সেখানে এমন ব্যাটার থাকা মানে দলের কাঠামোগত অ্যাডভান্টেজ।

রেকর্ড ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেয় না। টি-২০ ক্রিকেটে ফর্ম বদলায় দ্রুত। কিন্তু এই পরিসংখ্যান কোনও হঠাৎ অর্জন নয়। আদতে ধারাবাহিকতার পরিচয়—অভিষেক মানেই আক্রমণ, অভিষেক মানেই গতি, অভিষেক মানেই শুরু থেকেই ম্যাচ নিজের হাতে নেওয়ার চেষ্টা। নাগপুরে ইনিংস ছিল প্রদর্শনী। ২৮৯৮ বলের হিসেবটা আসল ঘোষণাপত্র। আধুনিক টি-২০ ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে ধারালো ব্যাটার এই মুহূর্তে অভিষেক শর্মা।

সৌদি লিগ ছেড়ে বার্সায় ফিরছেন ক্যানসেলো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পর্তুগিজ ডিফেন্ডার জোয়াও ক্যানসেলো আবারও বার্সেলোনার জার্সিতে ফিরতে যাচ্ছেন। সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল হিলাল থেকে ধারে কাতালান জায়ান্টদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সাবেক ম্যানচেস্টার সিটি তারকা। বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ৩১ বছর বয়সী এই ফুটবলার সোমবার বার্সেলোনায় তার মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন।

এর আগে ২০২৩-২৪ মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ধারে বার্সেলোনায় খেলেছিলেন ক্যানসেলো। ওই মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিনি ৪২ ম্যাচে অংশ নিয়ে চার গোল করার পাশাপাশি পাঁচটি অ্যাসিস্টও করেন। বার্সার জার্সিতে তার পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া।

বার্সেলোনায় যোগ দেওয়ার আগে ক্যানসেলো ছয় মাসের জন্য জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখেও ধারে খেলেছেন। এরপর তিনি স্থায়ীভাবে ম্যানচেস্টার সিটি ছেড়ে প্রায় ২১ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে সৌদি ক্লাব আল হিলালে যোগ দেন। তবে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ইউরোপিয়ান ফুটবলে ফেরার আগ্রহ থেকেই মাত্র এক মৌসুম সৌদি আরবে কাটানোর পরই বার্সেলোনায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্যানসেলো। চলতি মৌসুমে আল হিলালের হয়ে লিগে মাত্র দুটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের চার ক্রিকেটারকে ভিসা দেয়নি ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য টি-২০ বিশ্বকাপের মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র দলের চার পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারকে ভারত সরকার ভিসা দিচ্ছে না, ফলে তাদের বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ভারতের সংবাদ মাধ্যম ওয়ান ক্রিকেট জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক দল থেকে ভিসা না পাওয়া ক্রিকেটাররা হলেন, পেসার আলী খান, উইকেটরক্ষক ব্যাটার শায়ান জাহাঙ্গীর, মিডিয়াম পেসার ইশান আদিল এবং লেগ স্পিনার মোহাম্মদ মহসিন।

পেসার আলী খান নিজেই ইনস্টাগ্রামে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, আলী খান এর আগে কলকাতার হয়ে আইপিএল খেলেছেন। ভিসা না পাওয়ায় তাদের ভারতে বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা কঠিন হয়ে গেছে।

এ বিষয়ে আইসিসি বা ইউএসএ ক্রিকেটের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া আসেনি। বিশ্লেষকরা বলছেন, পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের খেলতে না পারলে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র নয়, প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে আসা ইতালি, নেদারল্যান্ডস এবং জিম্বাবুয়ে দলগুলোকেও প্রভাবিত করতে পারে। ইতালি দলের অনেক ক্রিকেটারই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত, জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত, নেদারল্যান্ডস দলে ও একাধিক পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় আছেন।

বিশ্বকাপ শুরুর আগে এই ভিসা সংকট খেলার পরিকল্পনায় বড় ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR